কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 MAY 2016 পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

খুলনায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যা

আরেক যুবকের লাশ উদ্ধার

খুলনা অফিস ▷

খুলনায় এক উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার্থীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর নাম মো. মহিবুল্লাহ (২৪)। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নগরের খালিশপুর এলাকায় তাঁকে হত্যা করা হয়। সম্পর্ক নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার সকালে নগরের মধ্যডাঙ্গা এলাকার একটি ডোবা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক যুবকের লাশ। রুবেল ইসলাম কালা (২৮) নামের এই যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত মহিবুল্লাহ এবার হাজী মোহাম্মদ মহসীন কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর বাবা তজিবর রহমান প্লাটিনাম জুট মিলের শ্রমিক। খালিশপুরে মিল কলোনির উত্তর কাঁচা লাইনে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন মহিবুল্লাহ।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে খালিশপুর টিঅ্যান্ডটি অফিসের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা মহিবুল্লাহকে ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্প দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ক্রিকেট ব্যাট ও স্টাম্প উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মুহিবুল্লাহর মাথার ডান পাশের পেছনে এবং মুখের বাঁ পাশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খুলনা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্তের পর তাঁর লাশ গতকাল পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

খালিশপুর থানার ওসি আমীর তৈমুর আলী সাংবাদিকদের জানান, একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে বিরোধের জের ধরে মহিবুল্লাহকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত এবং হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে।

অন্যদিকে নিহত রুবেল দৌলতপুর থানাধীন মধ্যডাঙ্গা এলাকার মানিক ডাক্তারের বাড়ির ভাড়াটিয়া নুরুল ইসলাম ধলুর ছেলে।

> বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১টার দিকে রুবেলকে তাঁর পূর্বপরিচিতরা মোবাইল ফোনে কল করে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়

তাঁর স্বজন ও পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১টার দিকে রুবেলকে তাঁর পূর্বপরিচিতরা মোবাইল ফোনে কল করে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি। গতকাল সকালে স্থানীয় লোকজন তাঁর লাশ বাড়ির পেছনের একটি ডোবায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। সকাল ৯টার দিকে রুবেলের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। তাঁর ঘাড় ও হাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

দৌলতপুর থানার ওসি আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, রুবেলের মোবাইল ফোনের কললিস্ট অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ১টায় তিনি সর্বশেষ এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে বাসা থেকে বের হন। এর পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

ওসি বলেন, রুবেলকে হত্যার বিষয়টি এখনো পরিষ্কার নয়। তিনি মাদক কারবারে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় মাদক আইনে তিনটি মামলা রয়েছে।